সমকাল

ডাকসু হবে শিক্ষার্থীদের

৯ ঘণ্টা আগে

এ আর এম আসিফুর রহমান

সপ্তাহখানেক বাদেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এই সময়ে আমার ভাবনায় আসার কথা- কেমন ডাকসু চাই। অর্থাৎ নেতৃত্বে যারা আসবেন তাদের মধ্যে কী কী গুণের প্রকাশ দেখতে চাই।

দেশের সর্বশেষ নির্বাচনগুলোই এই শঙ্কা তৈরি করেছে। শুধু আমার মনে নয়, রাজনীতি-সমাজসচেতন যে কারও মনেই এমন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। সেই শঙ্কাকে আরও ঘনীভূত করে তুলছে প্রশাসনের আচরণ। নির্বাচনের প্রচারণার সময়কাল শুরু হওয়ার আগেই পরিস্কারভাবে একের পর এক আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কয়েকজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আবরণে ভোট চাওয়ার নজিরও বিরল নয়। বলা বাহুল্য, প্রশাসন এ সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করছে।

যদি এককথায় বলতে হয়, তাহলে আমি চাই শিক্ষার্থীদের ডাকসু। অনেকটা আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞার মতো- শিক্ষার্থীদের জন্য, শিক্ষার্থীদের দ্বারা এবং শিক্ষার্থীদেরই ডাকসু চাই।

আমি চাই এমন এক ডাকসু, যেখানে প্রথম বর্ষের একজন শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে এসে যখন থাকার জায়গা পাবে না, তখন তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। তবে এর বিনিময়ে তার আত্মা বন্ধক নিতে চাইবে না। তাকে যেমন খুশি ব্যবহারের ওপেন লাইসেন্স দাবি করবে না। 'ম্যানার' শেখানোর নাম করে তাকে গেস্টরুমে নির্যাতন করবে না। ক্লাস-পরীক্ষা বাদ দিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধ্য করবে না।

আমি এমন নেতৃত্ব চাই, যারা ছাত্রী হলে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা নানা সমস্যার সমাধানের কথা বলবে। বাঁধ ভাঙার আওয়াজ তুলবে। পিরিয়ডের মতো নারীস্বাস্থ্যের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবে। মাসের ওই নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে মেয়েদের যে শারীরিক ও মানসিক যাতনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার সমাধানে আনুপাতিক হারে স্বাস্থ্য পরামর্শক নিয়োগের দাবি তুলবে। 'ওপরতলা থেকে ভাতের মাড় ফেললে' পাঁচশ টাকা জরিমানা- এমন প্রাগৈতিহাসিক নিয়মের প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।

শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষক রাজনীতিই হয়ে উঠেছে প্রধান নিয়ামক। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ হলেও চলবে না, ঢাবি শিক্ষক হওয়ার এক অলিখিত নিয়ম হলো, ঢাবির শিক্ষার্থী হতে হবে। এর পর নানা মাত্রায় স্বেচ্ছাচার-স্বজনপ্রীতি তো থাকছেই। অথচ, আমার এই ক্যাম্পাস জীবনে কোনো ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে আমি এ নিয়ে প্রতিবাদ শুনিনি।

আমি চাই ডাকসুর নেতৃত্বে এমন কেউ আসুক, যে শিক্ষার্থীদের পরিবহন সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রস্তাব করবে। ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ করবে। নিজের ক্যাম্পাসে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বচ্ছন্দে পদচারণা নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনে 'তদন্ত কমিটি'গুলোরও তদন্ত দাবি করার মতো হিম্মত রাখবে।

এ ছাড়া মাদকমুক্ত ক্যাম্পাস, গবেষণার সুযোগ ও বরাদ্দ বাড়ানো এবং শিক্ষক মূল্যায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিশ্চিত করার দায়িত্বও ডাকসু নেবে- এ দাবি তো থাকছেই।

যে প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে ঢাবিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়, সেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠনের কথা এখানে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মেয়ে আনিশা ফারুক সেখানে সভাপ্রধান, অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর নন। অথচ আমাদের প্রশাসন এখনও শত বছরের পুরনো নিয়মকেই পুঁজি করে চলেছে। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় করবে যে সংগঠন, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি কীভাবে সেই সংগঠনের প্রধানের চেয়ারে বসেন! সময় এসেছে ডাকসুর এসব মৌল কাঠামো পরিবর্তনেরও।

এ রকম চাইলে আরও শত ইচ্ছার কথা বলতে পারি। যার প্রতিটিই হবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুটি বিষয়। প্রথমত, যেসব ছাত্র সংগঠন নেতৃত্বে আসতে চাচ্ছে তাদের এসব পরিবর্তনের সক্ষমতা কিংবা অভিপ্রায় আছে কি-না। দ্বিতীয়ত, সে ক্ষেত্রে যারা ঈপ্সিত পরিবর্তন চান, তাদের জয়ী হওয়ার মতো নির্বাচনী পরিবেশ আছে কি-না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা কথায় জবাব দেওয়া যায়। স্বাধীনতাপূর্বকালে ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম আর এর পরবর্তী কার্যক্রম দেখলেই শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় তাদের দৈন্য ফুটে ওঠে। গত তিন দশকে প্রতিটি ছাত্র সংগঠনই কেবল মূল দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। কখনও মৌন সমর্থন তৈরির মাধ্যমে, কখনও পেশি ব্যবহার করে। ডাকসুর ভোটাররা নিশ্চয়ই ভাববেন, এসব সংগঠনের প্রার্থীরা দল-মতের উর্ধ্বে গিয়ে আদৌ তাদের স্বার্থ নিয়ে ভাববেন কি-না। ডাকসুর মূল চেতনা স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনে প্রশাসনের বিরুদ্ধেও বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলবেন কি-না।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ঘুরেফিরে যেতে হবে সেই শুরুতেই। এখন পর্যন্ত প্রশাসনের আচরণে এমনটা মনে হচ্ছে না। সে কারণেই আমি বলেছি একটি নির্বাচনী নীলনকশার কথা। যার মাধ্যমে কিছু সিস্টেমকে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। দখলদারিত্বের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে যে ডাকসু কথা বলতে পারবে, আমি সে ডাকসুই চাই।

স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী

© সমকাল 2005 - 2019